দৈনিক খবর

তারিখ 29 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

151

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস

এক সহযোগী পত্রিকার রিপোর্টে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, গত তিন মাসে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৫টি সংঘর্ষ হয়েছে। এবং এ সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ৮ শতাধিক। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে ১৭টি। রিপোর্ট সূত্রে আরও প্রকাশ, এ সব সংঘর্ষে সরকারী দল বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণ ছিলো সর্বাধিক ৪০টি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মোট সংঘর্ষের অর্ধেক ছাত্রদলের প্রতিপক্ষ ছিলো ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্র শিবির, সংগ্রামী ছাত্র সমাজ, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ছাত্রলীগ (ম-ই) ও ছাত্র শিবির। ছাত্রলীগ ২৫টি এবং ছাত্র শিবির ১৩টি সংঘর্ষে জড়িত ছিলো। আর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে ৭ বার।

দেখা যাচ্ছে, সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্যে নিবর্তনমূলক কঠোর আইন জারি করলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির পেছনে ক্ষমতাসীন বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনটির ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত তিন মাসে সংঘটিত ৭৫টি সংঘর্ষের মধ্যে ৪০টিতেই বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল জড়িত ছিলো বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সন্ত্রাস দমন আইনের যৌক্তিকতা কোথায়? এই আইন পাস করানোর আগে সরকার পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছিলো, নিবর্তনমূলক কঠোর আইন ছাড়া দেশব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করা যাবে না। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল সরকারের সেই যুক্তি মানলেন না। তারা বললেন, এই আইন বিরোধী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আরও বললেন, সরকারের যদি একান্তই ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব। সরকারী দল মানলেন না সে কথা। বললেন, বিরোধী দল সন্ত্রাস দমনে আগ্রহী নয় বলেই তারা এই আইনের বিরোধিতা করছে। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলের প্রবল বিরোধিতার মুখেই সেই আইনটি পাস হয়। আইনটি পাস হওয়ার প্রাক্কালে বিরোধী দলের সদস্যরা জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। তাদের অনুপস্থিতিতেই আইনটি পাস করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে, তখন এমন একটা ভাব দেখানো হয় যেন আইনটি পাস হলেই সন্ত্রাস নির্মূল হবে এবং দেশের মানুষ স্বস্তিপাবে।

কিন্তু যে সরকারের আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, সেই সরকার কঠোর আইনের ক্ষমতা লাভ করলেই যে সন্ত্রাস দমনে সফল হবেন- এমনটি ভাবার কোন অবকাশ ছিলো না। বাস্তব ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। দেশের কোথাও সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ হয়নি। পত্র-পত্রিকায় ঠিক আগের মতই সন্ত্রাসী ঘটনার খবর ছাপা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। তার জ্বলন্ত প্রমাণ গত তিন মাসে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৫টি সংঘর্ষের ঘটনা। দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাস দমন আইনের উদ্যোক্তা খোদ ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনটিই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত অধিকাংশ সংঘর্ষের সাথে জড়িত। যে সরকার কোন আইন করে সেই আইন নিজের দলের লোকদের দিয়েই মানাতে পারেন না সে সরকার কিভাবে এদেশ পরিচালনা করবেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলবো যে, সন্ত্রাস দমন করতে হলে সকল দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা দরকার। 'সকল দোষ ওর, আমার কোন দোষ নেই'- এই একপেশে মনোভাব ত্যাগ করে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করতে হবে। সন্ত্রাসীরা যে দলভুক্তই হোক না কেন, মনে করতে হবে তারা দেশ ও দশের শত্রু। আমরা যদি সকলেই শত্রু জ্ঞানে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা নিতে পারি, প্রবল ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারি তাহলেই কেবল সম্ভব হবে সন্ত্রাসকে নির্মূল করা। শুধু কঠোর নিবর্তনমূলক আইন করে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। এজন্যে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আমরা যতদূর জানি, সকল রাজনৈতিক দলই এই প্রশ্নে একমত। অন্ততঃ গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দলগুলো তাই চায়। তারা চায় দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর হোক, সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হোক আইনের শাসন। কেননা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির স্বার্থে এটা খুবই প্রয়োজন। শান্তি-শৃংখলা হচ্ছে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত। আমাদের বিশ্বাস, প্রতিটি গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দলই আমাদের এই বক্তব্যের সাথে একমত হবেন। সন্ত্রাস এখন কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের সমস্যা নয়। এই সমস্যা গোটা জাতির। সবাই মিলে আমরা যদি এর মূলোৎপাটন না করতে পারি, তাহলে সমগ্র জাতিকেই এর জন্যে মূল্য দিতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এটা আমাদের উপলব্ধি করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। কিন্তু তা না করে যে পন্থায় সরকার সন্ত্রাস দমনের পদক্ষেপ নিয়েছেন তা সুফলের পরিবর্তে কুফলই বয়ে আনবে বলে আমাদের আশংকা। অতএব, আর কালক্ষেপণ না করে বিষয়টিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এর প্রতিকারার্থে একটি সর্বদলীয় উদ্যোগ নেয়া হোক- এটাই আমাদের বক্তব্যের শেষ কথা।